ভোরের কাগজ

65

তারিখ APR. 21 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

পাঠ্যপুস্তকে মণিপুরীদের সম্বন্ধে ভুল তথ্য

বাংলাদেশের নানান অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনধারা এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক। এসব জনগোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতির মাধ্যমে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। এ রকম একটি জনগোষ্ঠীর নাম মণিপুরী। সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠতা এবং অনগ্রসরতার কারণে সব সময়ই মণিপুরীরা উপেক্ষিত এবং অবহেলিত থেকেছে। সরকার চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনজাতিদের ব্যাপারে বরাবরই সচেতন থেকেছে, অথচ সিলেট অঞ্চলের এই জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রায় সময়ই দায়িত্বহীন আচরণ করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সম্প্রতি এক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

পরিমার্জন ও নবায়নের নাম করে জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি— সমাজ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে মণিপুরী জনগোষ্ঠী সমন্ধে অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সংযোজন করেছেন। ৫ম শ্রেণীর এ পাঠ্য বইটির একাদশ অধ্যায়ে 'মণিপুরী' শিরোনামের যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে তাতে মণিপুরীদের সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অজ্ঞতা এবং অবহেলাই প্রমাণিত হয়েছে। আমি অজ্ঞতার কিছু নমুনা তুলে ধরছি—

১.৩২৫ শব্দের এই রচনার কোথাও বাংলাদেশের মণিপুরীদের প্রধান এবং বৃহত্তম শাখা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীদের শতকরা সত্তর ভাগই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। রাসলীলা নামে মণিপুরীদের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটি দেড়শ' বছর ধরে করে আসছে বিষ্ণুপ্রিয় মণিপুরীরাই। দেশের একমাত্র মণিপুরী ললিতকলা একাডেমিটি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে প্রতি রোববার মণিপুরী অনুষ্ঠান শিরোনামে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলোতে মূলত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরাই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ১৯৫০ সালে বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতি' সরকার অনুমোদিত দেশের একমাত্র মণিপুরীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। এ সব বিষয় এবং মণিপুরীদের জীবনধারা সম্বন্ধে জানার জন্য তাত্ত্বিক কোনো গবেষণার দরকার পড়ে না। মণিপুরী এলাকাগুলোতে সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা সহজেই জানা সম্ভব।

২. লেখাটির অনেকাংশ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মনে হয়েছে। যেমন 'এদের গায়ের রং ফর্সা, নাক চেপ্টা, চোখ ছোট।' প্রকৃতপক্ষে মণিপুরীদের মধ্যে অধিকাংশেরই বহিরাঙ্গ হাল্কা থেকে গাঢ়, নাক উঁচু এবং চোখ মাঝারি গড়নের।

৩. বলা হয়েছে '... তারা সাধারণত নদীর কাছাকাছি স্থানে বসতবাড়ি তৈরি করে।' বাস্তবে মণিপুরীরা সমতলবাসী এবং তাদের বসতবাড়ি তৈরির সঙ্গে নদীর অবস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. বইতে দোলযাত্রাকে বলা হয়েছে নাচের অনুষ্ঠান। আসলে দোলযাত্রা কোনো নাচের অনুষ্ঠান নয়। দোলযাত্রা হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা মণিপুরীরা ভিন্ন আঙ্গিকে পালন করে থাকে। মণিপুরীদের উল্লেখযোগ্য নাচের অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে রাসলীলা, মৃদঙ্গ নৃত্য, উদুখল, গোষ্ঠলীলা ও পদকীর্তন।

৫. এছাড়া বইটির ১০০ নং পৃষ্ঠায় 'মণিপুরী নৃত্য' ক্যাপশনে ছাপা একটি ছবিতে দেখা যায় যে, জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন তরুণী রাসনৃত্যের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে– যা রীতিমতো অশ্লীল এবং হাস্যকর মনে হয়েছে। রাসনৃত্য বনে-বাদাড়ে নেচে বেড়ানোর নৃত্য নয়। উপমহাদেশের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাগুলোর মধ্যে মণিপুরী নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। আর মণিপুরী রাসনৃত্য একটি ধ্রুপদী ধারার নৃত্যকলা যা পরিবেশনের জন্য স্থান-কাল নির্বিশেষে যথাযথ সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুসরণ করা হয়।

সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে শিশুরা তাদের নিজ দেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং তার উপাদানসমূহকে জানার সুযোগ পায়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকে ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করে যে অসচেতনতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছে তাতে শুধু শিশুরাই বিভ্রান্ত হচ্ছে তা নয়, এর ফলে বাংলাদেশে মণিপুরী জাতি এবং তাদরে গৌরবময় সংস্কৃতির ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তাই অনতিবিলম্বে সরজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এসব ভুল চিহ্নিত করে মণিপুরী জাতি ও তাদের জীবনধারা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাঠ্যপুস্তকে সংযোজনের জন্য অনুরোধ করছি।

অসীম সিংহ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা